

## ব্যক্তিত্ব বিকাশে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা: শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন

মো: রুস্তম আলী\*  
রুকশানা আক্তার\*\*

### ১। ভূমিকা

শিক্ষা হলো ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ও বাহ্যিক সম্ভাবনা বিকাশের এক জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। দেশ, কাল, বিশ্বাস, রীতিনীতি কিংবা প্রয়োজনের বিবর্তনে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তার পথ বদল করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় এ দেশের শিক্ষায় প্রাচীনকালে আধ্যাত্মিকতা প্রাধান্য পেলেও পরবর্তীকালে এখানে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশসমূহের মতো বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করেছে। একবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, তাদের বয়ঃসন্ধিকালে শারীরিক ও মানসিক সমস্যা, মাদকাসক্তি, শিশু পাচার, বাল্যবিবাহ, যৌন হয়রানি, নিপীড়ন ও সহিংসতার মতো অনেক সমস্যা মোকাবেলা করতে হচ্ছে। এই সব সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবেলার জন্য শিক্ষার জগতে নতুন প্রপঞ্চ হচ্ছে 'জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা' বা Life Skill Based Education (এলএসবিই)। এলএসবিই এমন একটি শিখন অভিজ্ঞতা বা অ্যাপ্রোচ, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা জীবনের দক্ষতাসমূহ অর্জন করে। বাংলাদেশে ২০১৭ সালের মে মাস থেকে দেশব্যাপী জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়। শিক্ষকগণ জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক দক্ষতার বিকাশ ঘটিয়ে দৈনন্দিন জীবনে প্রতিকূল অবস্থা ও সমস্যা মোকাবেলা এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেয়ার সক্ষমতা অর্জনে সহায়তা করতে পারেন। দক্ষতার মৌলিকত্ব বিবেচনায় প্রধানত ১০টি জীবন দক্ষতার ক্ষেত্র শনাক্ত করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে- (১) আত্মসচেতনতামূলক দক্ষতা, (২) সহর্মিতার দক্ষতা, (৩) অন্তঃ ব্যক্তিক দক্ষতা, (৪) আন্তঃ ব্যক্তিক দক্ষতা, (৫) যোগাযোগ দক্ষতা, (৬) চিন্তন দক্ষতা, (৭) সমস্যা সমাধান দক্ষতা, (৮) সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা, (৯) চাপ মোকাবেলার দক্ষতা ও (১০) আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা। মূলত এই ১০টি উপাদানের ওপর ভিত্তি করে জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত। শিক্ষার্থীদের পুরোপুরিভাবে দক্ষ করে তোলার জন্য এই ১০টি উপাদান মুখ্য ভূমিকা পালন করবে।

ব্যক্তিত্ব বিকাশে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার পাঠ্য বিষয় অধ্যয়ন শেষে শিক্ষার্থীরা দক্ষতাসমূহ অর্জন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের সক্ষমতা হয়েছে কি না, তা নিবিড়ভাবে জানতে এবং জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার প্রসার ও বাস্তবায়নে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার, সে সম্পর্কিত সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যেই বর্তমান গবেষণাটি হাতে নেওয়া হয়েছে। বস্তুত এই গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব

\* প্রভাষক, হিসাববিজ্ঞান বিভাগ, কারমাইকেল কলেজ, রংপুর।

\*\* প্রভাষক, দর্শন বিভাগ, পলাশবাড়ী সরকারি কলেজ, পলাশবাড়ী, গাইবান্ধা।

বিকাশে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার কার্যকারিতা যাচাই করা। এ ছাড়া এ গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

- ব্যক্তিত্ব ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা অর্জন;
- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার বিষয়টি কীভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তার অনুসন্ধান;
- শিক্ষার্থীরা জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত মৌলিক জীবন দক্ষতাগুলো অর্জন করেছে কি না তার অনুসন্ধান;
- শিক্ষার্থীরা নিজেদের দোষ, গুণ এবং দোষ দূরীকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না সে সম্পর্কে অনুসন্ধান।

## ২। ব্যক্তিত্ব ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা সম্পর্কিত গবেষণা প্রবন্ধ পর্যালোচনা

বাংলাদেশে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা (এলএসবিই) নিয়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য গবেষণা বা লেখালেখি হয়নি, যার কারণে উপাত্ত-উপকরণের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এ বিষয় নিয়ে যে কাজগুলো রয়েছে এবং যাঁরা কাজ করেছেন, তা নিম্নে পর্যালোচনা করা হলো।

বিশ্বব্যাপী কিশোর-কিশোরীদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ওঠার জন্য জীবন দক্ষতা কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই যদি জানা থাকে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা আমাদের শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে ভালো থাকতে সহায়তা করে, তবে কেবল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরাই নয়, সকলেই জীবন দক্ষতার সুফল পাওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারবে (বাশার, ২০১৬)। বাশার (২০১৬) জীবন দক্ষতা (life skills) ও জীবিকা অর্জনের দক্ষতার (livelihood skills) মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরেছেন নিম্নোক্তভাবে। অর্থ আয় সংক্রান্ত ব্যক্তিগত দক্ষতা বা পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলিকে জীবিকা অর্জনের দক্ষতা বলা হয়। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা, ব্যবসা করার দক্ষতা, উদ্যোগ গ্রহণের দক্ষতা-এসবই সরাসরি জীবিকা অর্জনে সহায়তা করে। তাই এগুলোকে জীবিকা অর্জনের দক্ষতা বলা যায়। আবার সহজ কথায় মনো-সামাজিক দক্ষতাসমূহই হচ্ছে জীবন দক্ষতা। এগুলোকে মানব দক্ষতা, আন্তঃ ব্যক্তিক দক্ষতা কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণের দক্ষতাও বলা হয়। কখনও কখনও এগুলোকে ব্যক্তিগত দক্ষতা, সামাজিক দক্ষতা, মানসিক দক্ষতা বা আবেগিক দক্ষতাও বলা হয়। যেভাবেই বলা হোক না কেন, জীবন দক্ষতা হচ্ছে অপরাপর ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির জীবন সম্পৃক্ত কাজ ও সমস্যা সূচারুভাবে সম্পাদনের ও নিষ্পত্তির দক্ষতা। জীবন দক্ষতা হচ্ছে সেই সব দক্ষতা, যা সুস্থ ও সুখী জীবনের জন্য অপরিহার্য। দৈনিক শিক্ষা ডট কম (dainikshiksha.com)-এ ১২ জুলাই ২০১৭ তারিখে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যেখানে প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক আনোয়ার হোসেন, ‘জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা কেন প্রয়োজন?’ এই শিরোনামে লিখেছেন, ‘শিক্ষার্থীর ইতিবাচক আচরণ আত্মস্থ করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা প্রয়োজন।’ এ শিক্ষা প্রদানে অংশগ্রহণমূলক ও শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন পদ্ধতি আবশ্যিক।

চৌধুরী (২০১৯) দৈনিক পূর্বকোণ পত্রিকায় ‘জীবন ও দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা’ শিরোনামে আলোচনা করেছেন। জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা শিক্ষার্থীর জ্ঞান, দক্ষতা ও মানসিকতার মধ্যে ভারসাম্য বিধান করে শিক্ষার্থীর আচরণিক পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু এই প্রবন্ধে মাত্র একজন ছাত্র ও ছাত্রীর মধ্যে একটি

সমস্যা দিয়ে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার উপাদানসমূহ অর্জন করেছে কি না, তা ব্যাখ্যা করা হয়। আরেক গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের মনো-সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি করে (Vranda & Rao, 2011)। Puspakumara (2013) এর গবেষণায় দেখা গেছে, মাদকদ্রব্য অপব্যবহার, কিশোর গর্ভাবস্থা, সহিংসতা, নির্যাতন, কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও স্ব-আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির মতো বিস্তৃত সমস্যা প্রতিরোধে জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ কার্যকর ছিল। অন্য গবেষণায় দেখা গেছে, জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং সামাজিক উন্নয়ন, মানসিক ও সামাজিক সমস্বয়কে উন্নত করে যা শিশুদের সামঞ্জস্যতা ও জনস্বাস্থ্য বৃদ্ধির পরামর্শ দেয় (Roodbari, Sahdipoor, & Ghale, 2013)।

Newman (2020) খুবই স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, জীবন দক্ষতার শিক্ষা একজন মানুষের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক করে দেয় এবং এটি উন্নত জীবনের জন্য অপরিহার্য বিষয়। Evans and Poole (1987) এই সম্পর্কে বলেছেন, তরুণ ও কিশোরদের ক্ষেত্রে জীবন দক্ষতার শিক্ষা তাদের নিজেদের ভাগ্যনোয়নে যেমন নিয়ামক হিসেবে কাজ করে, তেমনি সামাজিক সম্পর্ক, আচরণ ও ভারসাম্যমূলক জীবন গঠনে সহায়তা করে। Scott, Erickson, and Sarker (2020) তাদের প্রবন্ধে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের মধ্যে সংযোগ আবিষ্কার করেছেন। Nasheeda, Abdullah, Krauss & Ahmed (2019) জীবন দক্ষতা কর্মসূচির কার্যকারিতা অনুসন্ধানে উন্নয়নশীল দেশ এবং উন্নত দেশের মধ্যে জীবন দক্ষতা শিক্ষার পার্থক্য প্রকাশ করেছেন। সাধারণভাবে উন্নত দেশগুলি নিয়মতান্ত্রিক জীবন দক্ষতা পরিচালনা করে, শিক্ষা কর্মসূচি ইতিবাচক আচরণকে উৎসাহিত করে। পক্ষান্তরে, উন্নয়নশীল সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে জীবন দক্ষতা কর্মসূচির পদ্ধতি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের অভাব রয়েছে।

### ৩। গবেষণা পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণা কর্মে প্রাইমারি (primary) ও সেকেন্ডারি (secondary) উভয় ধরনের তথ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার (এলএসবিই) কার্যকারিতা যাচাই করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটির জন্য পরিমাণগত (quantitative) ও গুণগত (qualitative) উভয় প্রকার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। বর্তমান গবেষণায় উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে করা হয়েছে, যারা সদ্য মাধ্যমিক স্তর শেষ করে একাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়ন করছে। মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি শ্রেণিতে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে আলোচনা রয়েছে। তাই মাধ্যমিক স্তরের পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিত্ব বিকাশে জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে পেরেছে কি না, তা জানতে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা গবেষণাটির জন্য উপযুক্ত তথ্যের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। উত্তরবঙ্গের গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ী সরকারি কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে গবেষণার জন্য তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গবেষণা কর্মটি প্রাথমিকভাবে দুটি বৃহৎ বর্গে ভাগ করে সম্পাদন করা হয়। যথা:

- (ক) ডেস্ক রিভিউ: প্রাথমিক পর্যায়ে সেকেন্ডারি (secondary) তথ্যের সাহায্যে সুনির্দিষ্টভাবে এই গবেষণার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ, গবেষণা প্রস্তাবনা প্রস্তুতকরণ, জরিপ পরিচালনার জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি, নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নপত্র তৈরি, কেস স্টাডির চেকলিস্ট তৈরি ও জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রন্থ, সাময়িকী, দৈনিক পত্রিকা ও প্রবন্ধসমূহ হতে সাহায্য নেয়া হয়েছে। এ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট গবেষক দল কর্তৃক শিক্ষার্থীদের সাথে মত বিনিময় করে গবেষণা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(খ) প্রাথমিক গবেষণা বা গবেষণা এলাকা থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ: প্রাথমিক তথ্যের জন্য জরিপ পদ্ধতি (Survey method), কেস স্টাডি ও নিবিড় সাক্ষাৎকার পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। জরিপ পদ্ধতিতে পরিমাণগত তথ্য সংগ্রহের জন্য সংক্ষিপ্ত কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

### ৩.১। নমুনায়ন এবং পরিমাণগত ও গুণগত তথ্য সংগ্রহ

প্রস্তাবিত গবেষণায় উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। মোট ২০০ জন শিক্ষার্থীকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পলাশবাড়ী সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নমুনায়ন সমগ্রক হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। উক্ত কলেজে একাদশ শ্রেণিতে তিন বিভাগের মোট শিক্ষার্থী থেকে দৈব চয়নের ভিত্তিতে ২০০ জনকে এই গবেষণার নমুনা উত্তরদাতা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

### ৩.২। তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি

প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যসমূহ প্রয়োজনীয় সম্পাদনা ও কোডিং সম্পন্ন করে কম্পিউটারে এন্ট্রি ও পরিসংখ্যানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। Statistical Package for the Social Sciences (SPSS)-20 সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন লেখচিত্রের মাধ্যমে তা মূল প্রতিবেদনে উপস্থাপন করা হয়েছে। গুণগত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে সন্নিবেশ করা হয়েছে।

### ৩.৩। ব্যক্তিত্ব সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

ব্যক্তিত্ব বলতে পরিবেশগত ও শারীরিক উপাদানের প্রভাবে বিকশিত চারিত্রিক আচরণ, বোধ এবং আবেগকে বোঝায় (Corr & Mathews, 2009)। মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিত্ব হচ্ছে কোনো একজনের মানসিক প্রক্রিয়া ও আচরণের এমন এক স্বতন্ত্র ধরন, যা কেবল তার মধ্যেই বিদ্যমান থাকবে, যেটি অন্যদের কাছ থেকে সেই ব্যক্তিকে আলাদা করবে। দেখা গেছে, ব্যক্তিত্বের উপর পরিবেশগত প্রভাব বিজ্ঞানীরা যতটা বিশ্বাস করত, বাস্তবে সেটা তার চেয়ে বেশি (Jerominus, Riese, & Ormel, 2014)।

### ৩.৪। জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ ধারণা

জীবন বলতে শুধু জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় অবস্থা এবং ঘটনা প্রবাহের সমষ্টিকেই বিবেচনা করা হয়। আর দক্ষতা হচ্ছে লব্ধ জ্ঞানকে জীবনের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগ করার সামর্থ্য বা সক্ষমতা। জীবন দক্ষতা হচ্ছে মনো-সামাজিক দক্ষতা, যা আমাদের নিত্যদিনের প্রয়োজন মেটাতে ও সমস্যা মোকাবেলা করতে বা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। জীবন দক্ষতা ও জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনীয় দক্ষতা এক নয়। জীবন দক্ষতা হলো ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির বা সমাজের সম্পর্ক বিষয়ক দক্ষতা, যা বিভিন্ন সমস্যা উত্তরণে সাহায্য করে। এ দক্ষতা শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত সকল শক্তি ও

সম্ভাবনার বিকাশ ঘটিয়ে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সফল হওয়ার ভিত্তি তৈরি করে দেয়। জীবন দক্ষতা ধারণাটি সুস্বাস্থ্যের সাথেও সম্পর্কিত। এ দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীকে স্বাস্থ্য সুরক্ষামূলক আচরণ করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে অভ্যস্ত করে নানা রকম রোগের সংক্রমণ থেকে নিরাপদে রাখে। তবে এখানে সুস্বাস্থ্য শব্দটি ত্রিমাত্রিক-শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক এ তিন ধরণ নির্দেশ করে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের ইতিবাচক আচরণ আত্মস্থ করতে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিহার করতে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা প্রয়োজন।

### ৩.৫। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা

বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় মাধ্যমিক স্তরের প্রতিটি শ্রেণিতে (৬ষ্ঠ থেকে ১০ম প্রতিটি শ্রেণি পর্যন্ত) জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় নামে ৩টি বিষয় রয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় বিষয়টি সব শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্যিক এবং গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মধ্যে যেকোনো একটি বিষয় পড়তে হয়। এই ৩টি বিষয়ের ৪টি শ্রেণিতে মোট ২০টি অধ্যয়ন ও ৭৮টি পাঠ সংখ্যা আছে। যেখানে কৈশোরকালীন বিকাশ, কৈশোরকালীন পরিবর্তন ও নিজেদের নিরাপত্তা রক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান পরিচিতি ও স্বাস্থ্যসেবা, শিশুর অধিকার ইত্যাদি জীবন দক্ষতা নিয়ে চমৎকারভাবে আলোকপাত করা হয়েছে।

## ৪। উপাত্ত বিশ্লেষণ ও ফলাফল প্রাপ্তি

### ৪.১। শিক্ষার্থীদের ডেমোগ্রাফিক উপাত্ত বিশ্লেষণ

সারণি ১-এ প্রদর্শিত বয়স কাঠামোর বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরদাতা শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের (শতকরা ৮০ ভাগ) বয়স ১৬-১৮ বছর বয়স সীমার মধ্যে। শতকরা ১৩.৫ ভাগ শিক্ষার্থীর বয়স ১৮-২০ বছর বয়স সীমার মধ্যে এবং মাত্র ২.৫ ভাগ শিক্ষার্থীর বয়স ১৪-১৬ বছর বয়স সীমার মধ্যে। অপরদিকে শতকরা ৪ ভাগ শিক্ষার্থী তাদের সঠিক বয়স জানে না। জরিপ থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শিক্ষার্থীদের শতকরা ৫৫ ভাগ ছাত্র এবং শতকরা ৪৫ ভাগ ছাত্রী। অবসর সময়ে শিক্ষার্থীরা সাধারণত খেলতে, ভ্রমণ করতে, সাঁতার কাটতে, গল্প করতে ও ফেসবুক চালাতে পছন্দ করে। অধিকাংশ (শতকরা ৩৬.৫ ভাগ) শিক্ষার্থী খেলতে ও ভ্রমণ করতে পছন্দ করে। গল্প করতে পছন্দ করে এমন শিক্ষার্থী শতকরা ১৭ ভাগ, ফেসবুক চালিয়ে অবসর সময় কাটায় এমন শিক্ষার্থী শতকরা ৫.৫ ভাগ এবং অবসর সময় সাঁতার কাটতে পছন্দ করে এমন শিক্ষার্থী (শতকরা ০.৫ ভাগ) খুব সামান্য। অপরদিকে শতকরা ৪ ভাগ শিক্ষার্থী জানেনা অবসর সময়ে তাদের কী করতে ভালো লাগে। জরিপে দেখা গেছে, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর (শতকরা ৫৬ ভাগ) উচ্চতা ৫ থেকে ৫.৫ ফুট, তবে শিক্ষার্থীদের ওজনের ক্ষেত্রে ভিন্নতা রয়েছে। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর রক্তের গ্রুপ 'এ' পজেটিভ (+) এবং 'ও' পজেটিভ (+)। নিজেদের উচ্চতা, ওজন ও রক্তের গ্রুপ জানে না এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১১, ১১.৫ ও ১৮ ভাগ (সারণি ১)।

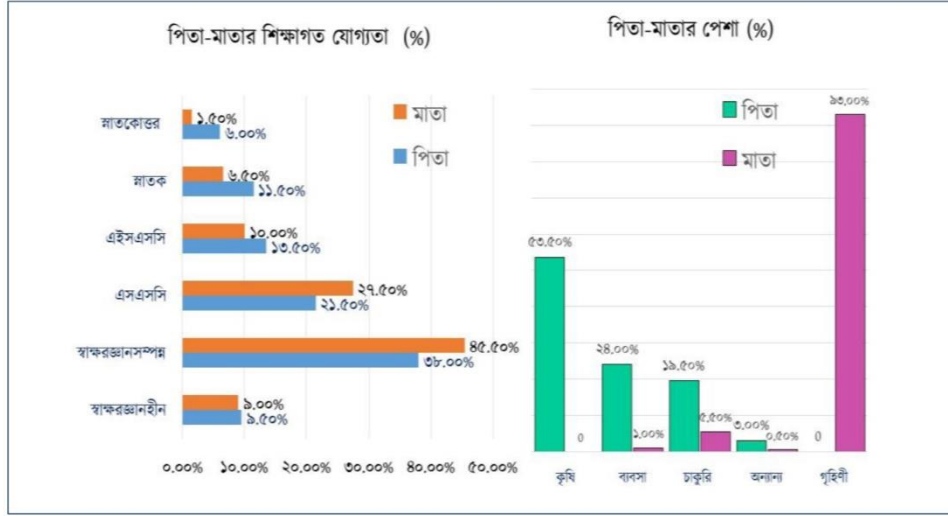
সারণি ১: শিক্ষার্থীর সাধারণ তথ্যের শ্রেণিবিন্যাস

বিষয়	শ্রেণি/মতামত	ঘটন সংখ্যা	হার (%)
বয়স	১৪-১৬	৫	২.৫০
	১৬-১৮	১৬০	৮০.০০
	১৮-১৯	২৭	১৩.৫০
	জানা নাই	৮	৪.০০
লিঙ্গ	ছাত্র	১১০	৫৫.০০
	ছাত্রী	১৯০	৪৫.০০
শখ	খেলা	৭৩	৩৬.৫০
	ভ্রমণ	৭৩	৩৬.৫০
	সাতার কাটা	১	০.৫০
	গল্প বলা	৩৪	১৭.০০
	ফেসবুক চালানো	১১	৫.৫০
	জানা নেই	৮	৪.০০
উচ্চতা	৪.৫ - ৫.০	৮	৪.০০
	৫.০ - ৫.৫	১১২	৫৬.০০
	৫.৫ - ৬.০	৫৭	২৮.৫০
	৬.০ - ৬.৬	১	০.৫০
	জানা নাই	২২	১১.০০
ওজন	৩০-৩৫	৩	১.৫০
	৩৬-৪০	২৫	১২.৫০
	৪১-৪৫	২৮	১৪.০০
	৪৬-৫০	৩৬	১৮.০০
	৫১-৫৫	৪০	২০.০০
	৫৬-৬০	২৩	১১.৫০
	৬১-৬৫	১১	৫.৫০
	৬৬-৭০	৬	৩.০০
	৭১+	৫	২.৫০
	জানা নাই	২৩	১১.৫০
রক্তের গ্রুপ	A+	৪৯	২৪.৫০
	A-	৪	২.০০
	B+	৪৬	২৩.০০
	B-	৩	১.৫০
	O+	৫০	২৫.০০
	O-	১১	৫.৫০
	AB+	১	০.৫০
	AB-	৩৬	১৮.০০

প্রতিটি বিষয়ের মোট ঘটন সংখ্যা ২০০

শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশার ধরন তাদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে ও জীবন দক্ষতা অর্জনে সহায়ক। তাই প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশার ধরন সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহের পর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর পিতা-মাতা (পিতা শতকরা ৩৮ ভাগ, মাতা শতকরা ৪৫.৫ ভাগ) স্বাক্ষরজনসম্পন্ন। কিন্তু স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী পিতা-মাতা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। পেশার বিষয়টি বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, শতকরা ৫৩.৫ ভাগ শিক্ষার্থীর পিতা কৃষি কাজের সাথে জড়িত এবং শতকরা ৯৩ ভাগ শিক্ষার্থীর মাতা গৃহিণী (চিত্র-১)।

চিত্র ১: পিতা-মাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শ্রেণিবিন্যাস



## ৪.২। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশক উপাত্ত বিশ্লেষণ

### শিক্ষার্থীদের আত্মসচেতনতা

জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার ১০টি মৌলিক উপাদান বা গুণ রয়েছে যা অর্জন করতে পারলে একজন শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব। এটি জানতে বয়স, উচ্চতা, ওজন, রক্তের গ্রুপ ও অবসরে ভালো লাগার অর্থাৎ মোট ৫টি বিষয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়, অতঃপর শিক্ষার্থীদের দুটি দলে সাজানো হয়। প্রথম দলের শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলো জানে কিন্তু দ্বিতীয় দলের শিক্ষার্থীরা বিষয়গুলো জানে না (সারণি ২)।

জরিপকৃত শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ৯০.৫ ভাগ শিক্ষার্থী জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার প্রথম দক্ষতা আত্মসচেতনতা অর্জন করতে পেরেছে। শিক্ষার্থীরা আরও জানে, কীভাবে অবসর সময় কাটাতে হয়। সারণি ১-এ দেখা যায়, এসব শিক্ষার্থী খেলাধুলা, ভ্রমণ, সাঁতারকাটা, গল্প, ফেসবুক চালানোর মাধ্যমে অবসর সময় উপভোগ করে। এর ফলে এসব শিক্ষার্থীর মাদকাসক্তি বা কোনো ধরনের সামাজিক অপরাধের সঙ্গে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। অপরদিকে গড়ে প্রতিটি বিষয় জানে না শতকরা ৯.৫ ভাগ শিক্ষার্থী অর্থাৎ তারা আত্মসচেতনতামূলক দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি। এসব শিক্ষার্থী, নিজের বয়স, উচ্চতা, ওজন, রক্তের গ্রুপ ইত্যাদি জানে না। এমনকি অবসর সময় কীভাবে কাটাতে হয়, তাও জানে না। এর ফলে এসব শিক্ষার্থীর কাছে জীবন আনন্দহীন ও বিষাদের মনে হতে পারে। এ ছাড়া তাদের মাদকাসক্তি বা যে কোনো ধরনের সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থেকেই যায়।

সারণি ২: আত্মসচেতনতা উপাঙ্গের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শ্রেণিবিন্যাস (মোট ২০০ জন)

চলক	মতামত	
	জানে	জানে না
বয়স	১৯২	৮
উচ্চতা	১৭৮	২২
ওজন	১৭৭	২৩
রক্তের গ্রুপ	১৬৪	৩৬
অবসরে ভালো লাগা	১৯২	৮
গড় (%)	১৮১ (৯০.৫)	১৯ (৯.৫)
পরিমিত ব্যবধান	১১.৭৮	১১.৭৮

## শিক্ষার্থীদের সহমর্মিতা

শিক্ষার্থীরা সহমর্মিতার গুণ অর্জন করতে পেরেছে কি না, তা যাচাইয়ের জন্য তাদের দুটি প্রশ্ন করা হয়েছিল। প্রথম প্রশ্ন ছিল তোমার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তোমার কেমন লাগে এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল তোমার বন্ধুর সাথে লুডু খেলার নিয়ম নিয়ে তর্ক লাগলে তুমি কি করবে? উপাত্ত বিশ্লেষণ করে জানা যায়, মাত্র শতকরা ১ ভাগ শিক্ষার্থীর পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে বিরক্ত লাগে, ২৫.৫ ভাগ শিক্ষার্থীর খারাপ লাগে এবং অধিকাংশ শিক্ষার্থীর তথা শতকরা ৭৩.৫ ভাগ শিক্ষার্থীর অসুস্থ সদস্যের প্রতি সহানুভূতি জাগে। জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়, শতকরা ৯১ ভাগ শিক্ষার্থী বন্ধুর সাথে লুডু খেলার নিয়ম নিয়ে তর্ক লাগলে ধৈর্য ধরবে বলে অভিমত ব্যক্ত করে। এ থেকে বোঝা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থী সহমর্মিতার গুণ অর্জন করতে পেরেছে (সারণি ৩)।

সারণি ৩: সহমর্মিতা গুণের তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর শ্রেণিবিন্যাস

চলক	মতামতের ধরণ	ঘটন সংখ্যা	শতকরা হার (%)
তোমার বন্ধুর সাথে লুডু খেলার নিয়ম নিয়ে তর্ক লাগলে তুমি কি করবে?	তর্ক চালিয়ে যাবে	৮	৪
	মারামারি করবে	-	-
	বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করবে	২	১
	ধৈর্য ধরবে	১৮২	৯১
তোমার পরিবারের কেউ অসুস্থ হলে তোমার কেমন লাগে	জানা নাই	৮	৪
	বিরক্ত লাগে	২	১
	খারাপ লাগে	৫১	২৫.৫
	অসুস্থ সদস্যের প্রতি সহানুভূতি জাগে	১৪৭	৭৩.৫

## শিক্ষার্থীদের অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা

অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা হলো এমন দক্ষতা, যা মানুষের নিজের সাথে থাকে অর্থাৎ মানুষের মনে যে যোগাযোগ হয় সেটা। এটি অবিচ্ছিন্নভাবে মানুষের স্বভাবের কারণে হয়। এই যোগাযোগের জন্য শুধু কোনো ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ সংবেদন জড়িত অর্থাৎ দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রয়োজন হয় না। এক কথায়, মানুষের স্বভাবজাত বা জন্মগত দক্ষতা যেমন চিন্তাভাবনা এবং বিশ্লেষণ করার দক্ষতা। শিক্ষার্থীদের অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য তিনটি উন্মুক্ত প্রশ্ন করা হয়। শিক্ষার্থীদের দুটি গুণ ও দোষের নাম লিখতে বলা হয় এবং দোষ দুটি দূরীকরণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, তা জানতে চাওয়া হয়। গবেষণায় দেখা যায়, শতকরা ৯৫.৫ ভাগ শিক্ষার্থী নিজের গুণের নাম লিখতে সক্ষম হলেও ৪.৫ ভাগ শিক্ষার্থী নিজের গুণের



বিষয় জানে না। একইভাবে শতকরা ৮৫.৫ ভাগ শিক্ষার্থী নিজের দোষের নাম লিখতে সক্ষম হলেও ১৪.৫ ভাগ শিক্ষার্থী নিজের দোষ কী, তা জানে না। দোষ দুটি দূরীকরণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তা শতকরা ৫১.৫ ভাগ শিক্ষার্থী জানলেও ৪৮.৫ ভাগ শিক্ষার্থী জানে না কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দোষ দুটি বর্জন করা যাবে। এ থেকে বলা যায়, শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা এখনও কাজিষ্কত পর্যায়ে নেই।

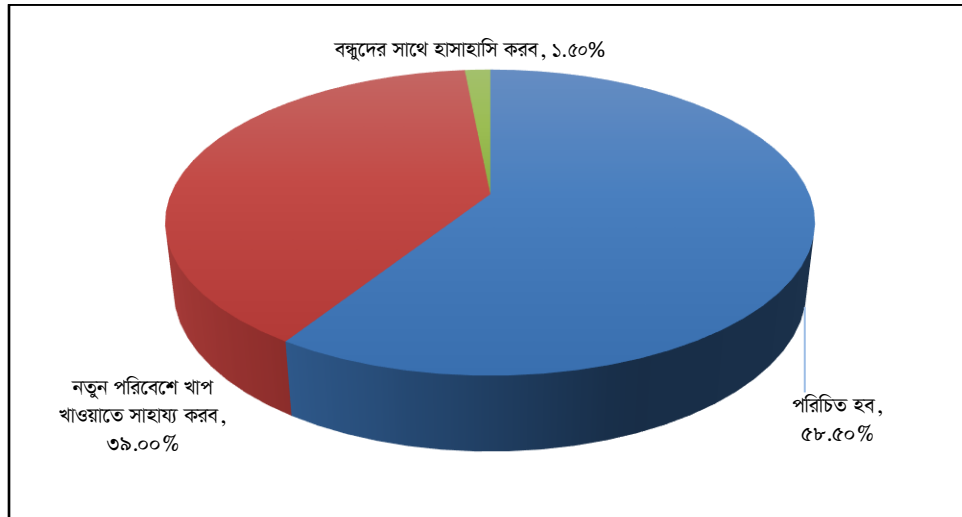
### শিক্ষার্থীদের আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা

অপরের সাথে যোগাযোগের দক্ষতা বা অন্যকে বোঝানোর দক্ষতা। শিক্ষার্থীদের আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য একটি প্রশ্ন করা হয়, ‘ধর, তোমার বন্ধুর সাথে তুমি সেন্টমার্টিন ঘুরতে যেতে চাও। কিন্তু তোমার পরিবার রাজি নয়। সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার পরিবারকে কীভাবে বোঝাবে?’ উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা ৮৭ ভাগ শিক্ষার্থী তাদের পরিবারকে বোঝানোর চেষ্টা করবে, ১১ ভাগ শিক্ষার্থী কিছুই করবে না, ১ ভাগ শিক্ষার্থী তাদের পরিবারের সাথে তর্ক করবে এবং ১ ভাগ শিক্ষার্থী কী করবে, তা জানে না।

### শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা

মানব জীবনে যোগাযোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব সভ্যতার উন্নয়নে যোগাযোগ নিয়ামকটি আবশ্যিক। ব্যক্তিত্ব বিকাশে শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা প্রয়োজন, যেটি জীবন দক্ষতামুখী শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হবে। চিত্র-২ হতে দেখা যাচ্ছে, শতকরা ৫৮.৫ ভাগ শিক্ষার্থী ক্লাসে নতুন বন্ধু এলে তার সঙ্গে পরিচিত হয়, শতকরা ৩১ ভাগ শিক্ষার্থী নতুন পরিবেশে নতুন বন্ধুকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে, শতকরা ১.৫ ভাগ শিক্ষার্থী ক্লাসে নতুন বন্ধু এলে তাকে নিয়ে পুরাতন বন্ধুদের সাথে হাসাহাসি করে, আর শতকরা ১ ভাগ শিক্ষার্থী জানে না ক্লাসে নতুন বন্ধু এলে কীভাবে সম্পর্ক তৈরি করতে হয়।

চিত্র ২: শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা (%)



### শিক্ষার্থীদের চিন্তন দক্ষতা

ব্যক্তিত্ব বিকাশে চিন্তন দক্ষতা অপরিহার্য, যা জীবন দক্ষতামুখী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই পরীক্ষার প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীরা নিখুঁত চিন্তা ভাবনা করে কি না তা জানার জন্য পরীক্ষার রুটিন বিষয়ক প্রশ্নটি গবেষণার সহায়ক। সেটি জানার জন্য পরীক্ষার রুটিন পরিবর্তন বিষয়ক প্রশ্ন করা হলে শতকরা ১ ভাগ শিক্ষার্থী জানায়, তারা কোনো খোঁজ না নিয়েই অর্থাৎ চিন্তাভাবনা না করেই রুটিন পরিবর্তনের খবরটি বিশ্বাস করবে। শতকরা ২৪.৫ ভাগ শিক্ষার্থী জানায়, তারা শিক্ষককে ফোন দিয়ে রুটিন পরিবর্তনের খবরটি জেনে নেবে এবং শতকরা ৭৪.৫ ভাগ শিক্ষার্থী জানায়, তারা বোর্ডের ওয়েবসাইটে নোটিশ দেখে রুটিন পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত হবে।

### শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধান দক্ষতা

ব্যক্তিত্ব বিকাশে সমস্যা সমাধানের দক্ষতা অপরিহার্য, যা জীবন দক্ষতামুখী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে কি না, সেটি জানতে প্রশ্ন করা হয় এভাবে, “তোমার বাবা-মা অফিসে। তুমি আর তোমার ছোট ভাইবোনেরা বাসায় খেলছ। এই সময় বাসায় আঙুন লাগলে তুমি কী করবে?” জরিপকৃত উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা ২.৫ ভাগ শিক্ষার্থী ব্যতীত সবার সমস্যা সমাধানের সাহসিকতা আছে এবং উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতিতে তারা সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য রাখে।

### সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা

ব্যক্তিত্ব বিকাশে সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা অপরিহার্য, যা জীবন-দক্ষতামুখী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে কি না, সেটি জানতে প্রশ্ন করা হয় এভাবে, “তুমি যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছ, সেটি কে পছন্দ করেছে?” জরিপকৃত উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা ৬১.৫ ভাগ শিক্ষার্থী যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছে, সেটি তারা নিজেরাই পছন্দ করেছে।

### চাপ মোকাবেলার দক্ষতা

চাপ মোকাবেলার দক্ষতা ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য যা জীবন দক্ষতামুখী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে কি না, সেটি জানতে প্রশ্ন করা হয় এভাবে, “মনে কর, তোমার ফাইনাল পরীক্ষার দিন সকালে তোমার একজন কাছের আত্মীয় মারা গেছে। এখন তুমি পরীক্ষায় কি অংশগ্রহণ করবে?” জরিপকৃত উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায় (পরিশিষ্ট সারণি ১), শতকরা ৯২.৫ ভাগ শিক্ষার্থীর মতামত, তাদের নিকটাত্মীয় মারা গেলেও তারা ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে। এ থেকে বোঝা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর চাপ মোকাবেলার দক্ষতা রয়েছে। পক্ষান্তরে শতকরা ৭.৫ ভাগ শিক্ষার্থী মতামত প্রকাশ করে, তাদের নিকটাত্মীয় মারা গেলে ফাইনাল পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণ করার মতো পরিস্থিতি থাকবে না। অর্থাৎ এসব শিক্ষার্থী চাপ মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি।

### আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা

আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা ব্যক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্য, যা জীবন দক্ষতামুখী শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটি শিক্ষার্থীরা অর্জন করতে পেরেছে কি না, সেটি জানতে প্রশ্ন করা হয় এভাবে, “মনে কর, তুমি উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করতে চাও এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ অফার পেলে। কিন্তু তুমি পরিবারের

একমাত্র সন্তান। পরিবারকে ছেড়ে থাকতে তোমার কষ্ট হবে। এখন তুমি কি উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণ করতে যাবে?’ জরিপকৃত উত্তর (পরিশিষ্ট সারণি ২) বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা ৮৮ ভাগ শিক্ষার্থী উচ্চতর ডিগ্রির জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ অফার পেলে তারা পরিবারকে ছেড়ে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য বিদেশ যেতে আগ্রহী। এ থেকে বোঝা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা রয়েছে। পক্ষান্তরে শতকরা ১২ ভাগ শিক্ষার্থী উচ্চতর ডিগ্রির জন্য অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে স্কলারশিপ অফার পেলে তারা উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য পরিবার ছেড়ে কখনো বিদেশ যেতে আগ্রহী নয় বলে মত প্রকাশ করে। অর্থাৎ এসব শিক্ষার্থী আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা অর্জন করতে পারেনি।

### ৪.৩। শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ

জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার উপাদান ১০টি। এই উপাদানসমূহ অর্জন করতে পারলে শিক্ষার্থীদের জীবন হবে প্রাণবন্ত, সুন্দর ও আকর্ষণীয়। সারণি ৪-এ প্রদর্শিত তথ্যে দেখা যায়, আত্মসচেতনতামূলক দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে শতকরা ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী, সহমর্মিতার দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী, অন্তঃব্যক্তিক ও আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে ৮৩ ও ৮৭ ভাগ শিক্ষার্থী, যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে ৯৮ ভাগ শিক্ষার্থী, চিন্তন দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে ৯৯ ভাগ শিক্ষার্থী, সমস্যা সমাধান দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে গড়ে ৯৮ ভাগ শিক্ষার্থী, সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে ৬২ ভাগ শিক্ষার্থী, চাপ মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে ৯৩ ভাগ শিক্ষার্থী এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে ৮৮ ভাগ শিক্ষার্থী (সারণি ৪)।

সারণি ৪: জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার উপাদানসমূহ অর্জনের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাস

(মোট নমুনা=২০০)

জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার উপাদানসমূহ	অর্জিত হয়েছে			অর্জিত হয়নি		
	গড়	পরিমিত ব্যবধান	শতকরা হার (%)	গড়	পরিমিত ব্যবধান	শতকরা হার (%)
আত্মসচেতনতা মূলক দক্ষতা	১৮০.৬	১১.৭৮	৯০.৩	১৯.৪	১১.৭৮	৯.৭
সহমর্মিতার দক্ষতা	১৯০.০	১১.৩১	৯৫.০	১০.	১১.৩১	৫.০
অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা	১৬৫.২৫	৪২.৮	৮২.৬৩	৩৪.৭৫	৪২.৮	১৭.৩৮
আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা	১৭৪.০	-	৮৭.০	২৬.০	-	১৩.০
যোগাযোগ দক্ষতা	১৯৬.৫	২.১২	৯৮.২৫	৩.৫	২.১২	১.৭৫
চিন্তন দক্ষতা	১৯৮.০	-	৯৯.০	২.০	-	১.০
সমস্যা সমাধান দক্ষতা	১৯৫.০	০	৯৭.৫	৫.০	-	২.৫
সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা	১২৩.০	-	৬১.৫	৭৭.০	-	৩৮.৫
চাপ মোকাবেলার দক্ষতা	১৮৫.০	-	৯২.৫	১৫.০	-	৭.৫
আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা	১৭৬.০	-	৮৮.০	২৪.০	-	১২.০

### ৪.৪। জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকে বিষয়বস্তুর প্রভাব

শিক্ষার্থীদের জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তক প্রধান বাহক হওয়া উচিত, কারণ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে ও বাসার পড়ার টেবিলে অধিকাংশ সময় পাঠ্যপুস্তক পড়ে কাটায়। যে বিভাগেই পড়ুক বা যে বিষয়ে পড়ুক প্রতিটি পাঠে আছে কিছু না কিছু শিক্ষা। তাই বাংলাদেশে মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে পাঠ্যপুস্তকের পড়াশুনার বিষয়বস্তু জীবন দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর কি না, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত এই গবেষণার জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে। সারণি ৫ হতে দেখা যায়, জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রভাব ‘অত্যন্ত অকার্যকর’ বলে চিহ্নিত করেছেন এমন শিক্ষার্থী (শতকরা ১.৮ ভাগ) নেই বললেই চলে, জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রভাব ‘অকার্যকর’ বলে চিহ্নিত করেছেন এমন শিক্ষার্থীর অনুপাত শতকরা ৭.৪ ভাগ এবং শতকরা ১৩.৯ ভাগ শিক্ষার্থী পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রভাব বিষয়ে মতামত প্রকাশে নিরপেক্ষ থেকেছে। অপরদিকে জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রভাব ‘অত্যন্ত কার্যকর’ বলে চিহ্নিত করেছেন এমন শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুপাত শতকরা ৩৭.৮ ভাগ এবং অধিকাংশ (শতকরা ৩৯.২ ভাগ) শিক্ষার্থী জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রভাব ‘কার্যকর’ বলে মন্তব্য করেছেন (সারণি ৫)।

সারণি ৫: জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রভাবের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাস

দক্ষতাসমূহ বৃদ্ধিতে পাঠ্যপুস্তকের প্রভাব	অত্যন্ত কার্যকর		কার্যকর		নিরপেক্ষ		অকার্যকর		অত্যন্ত অকার্যকর	
	গণসংখ্যা	হার	গণসংখ্যা	হার	গণসংখ্যা	হার	গণসংখ্যা	হার	গণসংখ্যা	হার
আত্মসচেতনতামূলক দক্ষতা	৯৭	৪৯.০	৮২	৪১.০	১৩	৬.৫	৭	৩.৫	১	০.৫
সহমর্মিতার দক্ষতা	৮১	৪০.৫	৮৬	৪৩.০	২৩	১১.৫	৭	৩.৫	৩	১.৫
অন্তর্ব্যক্তিক দক্ষতা	৬৬	৩৩.০	৮৬	৪৩.০	৩০	১৫	১৩	৬.৫	৫	২.৫
আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা	৬২	৩১.০	৯২	৪৬.০	৩০	১৫	১৬	৮.০	০	০
যোগাযোগ দক্ষতা	৭০	৩৫.০	৮১	৪০.৫	৩২	১৬	১৬	৮.০	১	০.৫
চিন্তন দক্ষতা	৮৬	৪৩.০	৬৯	৩৪.৫	২৫	১২.৫	১৮	৯.০	২	১.০
সমস্যা সমাধান দক্ষতা	৯২	৪৬.০	৬১	৩০.৫	২৮	১৪	১২	৬.০	৭	৩.৫
সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা	৯১	৪৫.৫	৬৯	৩৪.৫	১৮	৯	১৭	৮.৫	৫	২.৫
চাপ মোকাবেলার দক্ষতা	৫৯	২৯.৫	৮১	৪০.৫	৩২	১৬	২৩	১১.৫	৫	২.৫
আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা	৫২	২৬.০	৭৬.০	৩৮.০	৪৮	২৪	১৮	৯.০	৬	৩.০
গড়	৭৫.৬	৩৭.৮৫	৭৮.৩	৩৯.১৫	২৭.৯	১৩.৯৫	১৪.৭	৭.৩৫	৩.৫	১.৭৫

এই গবেষণায় ১-৫ এর স্কেল ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকের পড়াশুনার বিষয়বস্তু জীবন দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর কি না, তা শিক্ষার্থীরা মূল্যায়ন করেছেন, যেখানে ১=অত্যন্ত কার্যকর, ২=কার্যকর, ৩=নিরপেক্ষ, ৪=অকার্যকর ও ৫=অত্যন্ত অকার্যকর। এর আলোকে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার ১০টি উপাদান অর্জনের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকের পড়াশুনার বিষয়বস্তু কার্যকর কি না, তা মূল্যায়ন করা হয়। প্রতিটি দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে গড় মান ১ থেকে বড় কিন্তু ৩ থেকে ছোট। এ ছাড়া দশমিক ছাড়া গড়ের মান প্রকাশ করলে রাউন্ড মান হয় ২। তাই তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যায়, জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর কার্যকর প্রভাব রয়েছে (সারণি ৬)।

সারণি ৬: জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রভাব

জীবন দক্ষতা	মোট নমুনা	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	গড়	পরিমিত ব্যবধান	গড়ের রাউন্ড মান
আত্মসচেতনতামূলক দক্ষতা	২০০	১	৫	১.৬৭	০.৭৯১	২
সহমর্মিতা দক্ষতা	২০০	১	৫	১.৮৩	০.৮৭৬	২
অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা	২০০	১	৫	২.০৩	০.৯৮৪	২
আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা	২০০	১	৫	২.০০	০.৮৮৫	২
যোগাযোগ দক্ষতা	২০০	১	৫	১.৯৯	০.৯৩৮	২
চিন্তন দক্ষতা	২০০	১	৫	১.৯১	১.০০	২
সমস্যা সমাধান দক্ষতা	২০০	১	৫	১.৯১	১.০৭৩	২
সিদ্ধান্ত গ্রহণ দক্ষতা	২০০	১	৫	১.৮৮	১.০৪৯	২
চাপ মোকাবেলার দক্ষতা	২০০	১	৫	২.১৭	১.০৩৬	২
আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা	২০০	১	৫	২.২৫	১.৬৭	২
আরোপিত গড়	১০	১.৬৭	২.২৫	১.৯৬	০.১৬৫৯৫	২

## ৫। ফলাফল পর্যালোচনা, গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং উপসংহার

### ৫.১। ফলাফল পর্যালোচনা

জরিপকৃত ২০০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে গড়ে ১৮০.৬ জন শিক্ষার্থী জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার প্রথম দক্ষতা আত্মসচেতনতা অর্জন করতে পেরেছে। এসব শিক্ষার্থী নিজের বয়স, উচ্চতা, ওজন, রক্তের গ্রুপ ইত্যাদি বিষয় জানে। শতকরা ৯১ ভাগ শিক্ষার্থী বন্ধুর সাথে লুডু খেলার নিয়ম নিয়ে তর্ক লাগলে ধৈর্য ধরবে বলে অভিমত ব্যক্ত করে। এ থেকে বোঝা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থী সহমর্মিতার গুণ অর্জন করেছে।

গবেষণায় আরও দেখা যায়, শতকরা ৯৫.৫ ভাগ শিক্ষার্থী নিজের গুণের নাম, ৮৫.৫ ভাগ শিক্ষার্থী নিজের দোষের নাম লিখতে সক্ষম হলেও ১৪.৫ ভাগ শিক্ষার্থী নিজের দোষ কী তা জানে না। দোষ দুটি দূরীকরণে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তা শতকরা ৫১.৫ ভাগ শিক্ষার্থী জানলেও ৪৮.৫ ভাগ শিক্ষার্থী জানে না কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দোষ দুটি বর্জন করা যাবে। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে অন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা এখনও কাজক্ষত পর্যায়ে নেই। পরিবারের সাথে কোনো বিষয় নিয়ে দ্বিমত হলে অধিকাংশ শিক্ষার্থী (শতকরা ৮৭ ভাগ) তাদের পরিবারকে বোঝানোর চেষ্টা করবে। শতকরা ৫৮.৫ ভাগ শিক্ষার্থী ক্লাসে নতুন বন্ধু এলে তার সঙ্গে পরিচিত হয়, শতকরা ৩১ ভাগ শিক্ষার্থী নতুন পরিবেশে নতুন বন্ধুকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। এ থেকে বোঝা যায়, শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বেশ ভালো। শতকরা ৭৪.৫ ভাগ শিক্ষার্থী জানায়, তারা বোর্ডের ওয়েবসাইটে নোটিশ দেখে রুটিন পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত হবে, যা তাদের গুজবে কান না দেওয়ার এবং চিন্তন দক্ষতাকেই ইঙ্গিত করে। শতকরা ২.৫ ভাগ শিক্ষার্থী ব্যতীত সবার সমস্যা সমাধানের সাহসিকতা রয়েছে এবং উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতিতে তারা সমস্যা সমাধানের সামর্থ্য রাখে। শতকরা ৬১.৫ ভাগ শিক্ষার্থী যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করছে সেটি নিজেই পছন্দ করেছে। জরিপকৃত উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা ৯২.৫ ভাগ শিক্ষার্থী নিকটাত্মীয় মারা গেলেও তারা ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে বলে মতামত প্রকাশ করে। এ থেকে বোঝা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর চাপ মোকাবেলার দক্ষতা আছে। জরিপকৃত উত্তর বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, শতকরা

৮৮ ভাগ শিক্ষার্থী মতামত প্রকাশ করে যে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য স্কলারশিপ অফার পেলে তারা পরিবারকে ছেড়ে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের জন্য বিদেশ যেতে আগ্রহী। এ থেকে বোঝা যায়, অধিকাংশ শিক্ষার্থীর আবেগ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা রয়েছে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণ করলে আরও দেখা যায়, মাত্র সামান্য সংখ্যক (শতকরা ১৯.৫ ভাগ) শিক্ষার্থী একত্রে ১০টি দক্ষতাই অর্জন করেছে, যা জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার উপাদানসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে খুব একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে নেই।

অপরদিকে জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রভাব ‘অত্যন্ত কার্যকর’ বলে চিহ্নিত করেছে এমন শিক্ষার্থী সংখ্যা (শতকরা ৩৭.৯ ভাগ) বেশ উল্লেখযোগ্য এবং অধিকাংশ (শতকরা ৩৯.২ ভাগ) শিক্ষার্থী জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রভাব কার্যকর বলে মতামত ব্যক্ত করেছে। এই গবেষণায় ১-৫ এর স্কেল ব্যবহার করে পাঠ্যপুস্তকের পড়াশুনার বিষয়বস্তু জীবন দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে কার্যকর কি না তা শিক্ষার্থীরা মূল্যায়ন করেছে। এক্ষেত্রে তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে বলা যায়, জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর কার্যকর প্রভাব রয়েছে।

## ৫.২। গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই প্রবন্ধে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ্লেষণের কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ্য। প্রথমত, কম বরাদ্দ এই গবেষণার উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতা। দ্বিতীয়ত, পর্যাপ্ত নির্ভরযোগ্য তথ্য-উপাত্তের অভাব। তৃতীয়ত, বিষয় সংশ্লিষ্ট পূর্ববর্তী গবেষণা কর্মের অভাবও এই গবেষণার আরেকটি সীমাবদ্ধতা। দেশের তুলনায় আমাদের এই নমুনা সংখ্যা নিতান্তই কম এবং আমাদের এই গবেষণার ফলাফল বাংলাদেশের সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করে না। কাজেই ভবিষ্যতে বড় আকারের গবেষণা করার প্রয়োজন আছে, কারণ স্বল্প পরিসরের গবেষণার ফলাফল দেশব্যাপী সাধারণভাবে সবার জন্য প্রযোজ্য নাও হতে পারে। কাজেই পরবর্তী গবেষকেরা এই বিষয়ে আরও নিবিড় গবেষণা পরিচালনা করবেন এবং বর্তমান গবেষণাকর্মটি তাদের সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়।

## ৫.৩। উপসংহার

জীবন সুন্দর ও উপভোগ্য তখনই হয়, যখন একজন মানুষ দক্ষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে। শিশু-কিশোররা শারীরিকভাবে বেড়ে ওঠার সাথে সাথে পরিবার, সমাজ ও বিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে থাকে। তারা পিতামাতা, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব ও পাঠ্য বিষয় থেকে জীবন দক্ষতা অর্জন করে। এর মধ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, কারণ পরিবারের পরেই শিশু-কিশোরেরা তাদের জীবনের অধিকাংশ সময় বিদ্যালয়ে কাটায়। বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে যে কয়েকটি অধ্যায়ে জীবন দক্ষতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তা শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর হলেও পর্যাপ্ত নয়। তাই শিক্ষার্থীরা জীবন দক্ষতাসমূহ যথাযথভাবে অর্জন করতে পারছে না। এই প্রবন্ধে আমরা দেখেছি, শতকরা মাত্র ১৯.৫ ভাগ শিক্ষার্থী ১০টি জীবন দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে, যা সত্যিই উদ্বেগজনক। আমরা সনদধারী শিক্ষিত সমাজ পাচ্ছি, কিন্তু জীবন দক্ষতা অর্জনকারী মানুষ পাচ্ছি না। ফলে কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আবার এর সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে আত্মহত্যার প্রবণতা। এরকম জীবন বিরাগী, হতাশাব্যঞ্জক ঘটনা থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে হলে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম ও ব্যাখ্যাশীল। কেননা

ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুন্দর ও উপভোগ্য করতে হলে একমাত্র নিয়ামক হবে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন, প্রসার ও বাস্তবায়ন। আর এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকার, নীতিনির্ধারক ও শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। শিক্ষার্থী ও শিক্ষার্থীর অভিভাবককেও সচেতন হতে হবে। তাহলেই জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পাশাপাশি বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব। বহুত গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

- ক) গবেষণায় দেখা যায়, জীবন দক্ষতা অর্জনে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর কার্যকর প্রভাব রয়েছে। কিন্তু মাধ্যমিক স্তরে প্রতিটি শ্রেণিতে জীবন দক্ষতা নিয়ে পাঠ্য সংখ্যা নেই বললেই চলে। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জীবন দক্ষতার উপর আলাদা বিষয় বা কোনো একটি আবশ্যিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধ্যয়ন সংযুক্ত করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা সহজেই জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে সক্ষম হবে।
- খ) গবেষণায় আরও দেখা যায়, খুব সামান্য সংখ্যক (শতকরা ১৯.৫ ভাগ) শিক্ষার্থী একত্রে ১০টি দক্ষতাই অর্জন করেছে, যা জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার উপাদানসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে খুব একটা সন্তোষজনক পর্যায়ে নেই। তাই একত্রে ১০টি দক্ষতাই অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের পাঠে আরও মনোযোগী হতে হবে।
- গ) আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব বিকাশে জীবন দক্ষতাসমূহ অর্জনের গুরুত্ব শিক্ষার্থীর মাঝে প্রসারের জন্য শিক্ষকদের অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।
- ঘ) পাঠ্যবিষয়বস্তু অধ্যয়ন শেষে বাস্তবক্ষেত্রে তা কীভাবে প্রয়োগ করা যাবে/করবে, সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে।
- ঙ) অভিভাবকগণ তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রতি আরও সজাগ ও যত্নবান হবেন।
- চ) বেতার, টিভি ও প্রচার মাধ্যমে সামাজিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি চালু করতে হবে। প্রয়োজনে এ শিক্ষার মর্যাদা সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।
- ছ) নীতি-নৈতিকতার উন্নয়নে এবং বাস্তব জীবনে বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বিষয়টি শিক্ষার্থীদের জন্য বাধ্যতামূলক করা দরকার অথবা শিক্ষার অন্য কোনো বিষয়বস্তুর সাথে জীবন ও দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করা দরকার।
- জ) স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার ক্লাস রুটিনে সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন একটি সামাজিক সচেতনতামূলক ক্লাস রাখা যেতে পারে।
- ঝ) ইতিমধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকগণ শ্রেণিকক্ষে জীবন দক্ষতার বিষয়টি আলোচনা করছে কি না তার তদারকি করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঞ) বাংলাদেশ সরকার, নীতিনির্ধারক ও শিক্ষকদের জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষার প্রচলন, প্রসার ও বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

### গ্রন্থপঞ্জি

- আনোয়ার, হোসেন মোহাম্মদ। (২০১৭, জুলাই ১২)। “জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা কেন প্রয়োজন?” *দৈনিক শিক্ষা.কম* (dainikshiksha.com)।
- বাশার, মো: আবুল। (২০১৬, সেপ্টেম্বর ১২)। “ভালোখাকার জন্য প্রয়োজন জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা।” *দৈনিক শিক্ষা.কম* (dainikshiksha.com)।
- চৌধুরী, সঞ্জয়। (২০১৯, জুন ২০)। “জীবন ও দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা।” *দৈনিক পূর্বকোণ*।
- Corr, P. J., & Matthews, G. (2009). *The Cambridge handbook of personality psychology* (1. publ.). Cambridge: Cambridge University Press. ISBN- 978-0-521-86218-9.
- Evans, G. T., & Poole, M. E. (1987). Adolescent concerns: A classification for life skill areas. *Australian Journal of Education*, 31(1), 55-72. doi:10.1177/000494418703100104
- Jeronimus, B. F., Riese, S. R., & Ormel, J. (2014). Mutual reinforcement between neuroticism and life experiences: A five-wave, 16-year study to test reciprocal causation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 107 (4), 751764. DOI:10.1037/a0037009. PMID 25111305.
- Nasheeda, A., Abdullah, H. B., Krauss, S. E. & Ahmed, N. B. (2019). A narrative systematic review of life skills education: effectiveness, research gaps and priorities. *International Journal of Adolescence and Youth*, 24(3), 362-379, DOI:10.1080/02673843.2018.1479278
- Newman, T. J. (2020). Life skill development and transfer: They're not just meant for playing sports. 30(6), 643-657.
- Puspakumara, J. (2013). Effectiveness of life-skills training program in preventing common issues among adolescents: A community-based quasi-experimental study (ALST). Presentation, Dept. of Psychiatry, Faculty of Medicine & Allied Sciences, Rajarata University of Sri Lanka.
- Roodbari, Z., Sahdipoor, E., & Ghale, S. (2013). The study of the effect of life skill training on social development, emotional and social compatibility among first-grade female high school in neka city. *Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences*, 3(3), 382-390.
- Scott, P., Erickson, K., & Sarkar, M. (2020). High school student-athletes perceptions and experiences of leadership as a life skill. *Psychology of Sport and Exercise*, 51, 101716.
- Vranda, M., & Rao, M. (2011). Life skills education for young adolescents and Indian experience. [Special issue] *Journal of the Indian Academy of Applied Psychology*, 37, 9-15.



**পরিশিষ্ট সারণি:**

**১। আত্মীয় মারা গেলে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাস**

মতামতের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৭৬	৯২.৫০
না	২৪	৭.৫০
মোট	২০০	১০০.০০

**২। পরিবারকে ছেড়ে উচ্চতর ডিগ্রি গ্রহণের ইচ্ছার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের শ্রেণিবিন্যাস**

মতামতের ধরন	গণসংখ্যা	শতকরা হার (%)
হ্যাঁ	১৭৬	৮৮.০০
না	২৪	১২.০০
মোট	২০০	১০০.০০



